এ কেমন বিধির বিধান!

যুথিকা বড়ুয়া

মানুষের মন বড়ই খুঁতখুঁতে! কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে চায় না! বিশেষ করে মেয়েদের। কোথাও না কোথাও একটু আধটু ঘাটতি রয়ে যাবেই। যা প্রকাশ্যে আমরা স্বীকার করিনা। অথচ ভিতরে ভিতরে গুমড়ে মরি। যেমন, ইস্, গায়ের রঙটা যদি আর একটু পরিস্কার হতো! ফিগারটা যদি একটু টল হতো! আর একটু যদি স্লীম্ হতে পারতাম! কিংবা নাসিকা যদি একটু তিখালো হতো! এমন কত যে খুঁটিনাটি সমস্যায় লিপ্ত হয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছে অপদস্থ হই, বিধাতার ওপর মনোক্ষুন্ন হই, তার ইয়ত্তা নেই! আর এই অপূর্ণতার কারণেই অযৌক্তিকভাবে একধরণের অভাববোধ অনুভব করি। যা কিছুতেই মন থেকে অপসারিত করতে পারিনা। অস্বস্তিবোধ করি। বিষন্নতায় ডুবে থাকি। আপসেট্ হয়ে পড়ি। মনোবেদনায় কষ্ট পাই। আবার এমনও দেখেছি, মহান স্রষ্টার কার্পণ্যতায় অসন্তুষ্টির কারণে মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে সমগ্র লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখে অনেকেই!

আমার এক বান্ধবী ছিল, নাম কাকোলী। আমরা 'কোলী' বলে ডাকতাম। ওর মুখাকৃতিটা ঠিক নেপালী মেয়েদের মতো। নাক-চোখ-মুখ একেবারে ভোতা! নেই বললেই চলে! ওর ঠোঁটের একটু উপরে ছিদ্র দু'টোই শুধু দেখা যেতো। যে কারণে বিধাতার ওপর বড্ড রাগ হতো। মনে মনে অপদস্থ হতো। বিশেষ করে মহিলাঙ্গনে। যেমন কয়লার মতো কুঁচকুচে কালো গায়ের রঙ, তেমনি মুক্তোর মতো শুভ্র দন্তপংক্তি! অন্ধকারে ভয় লাগতো! অগত্যা, করণীয় কিছুই নেই! বিষাদে সারাক্ষণ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো ওর মন। কিন্তু শরীর চর্চায় আর সুদর্শণ কেশ-বিন্যাশে সবাইকে হার মানতে হতো। তন্মধ্যে ওর প্রসাধনের বাহার ছিল চমকপ্রদ! সাজতে ভীষণ ভালো বাসতো কোলী। দুইহাত ভর্তি রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি, নাকে নোলক! গাঢ় লাল রঙের ফিতে দিয়ে মাথার ঝুঁটি বাঁধতো। একদম শাঁওতালী মেয়েদের মতো লাগতো। কিন্তু তন্মধ্যেও ওর শান্ত-স্নিগ্ধ মুখমন্ডলে এক ধরণের সৌন্দর্য্য ছিল! লাবণ্যভাব ছিল! শারীরের গঠনও ছিল আকর্ষণীয়! যা ও' নিজেই জানতো না! অথচ হাইস্কুলের গন্ডি পার হতেই আমাবশ্যার চাঁদের মতো সেই যে অদৃশ্য হয়ে গেল, প্রকাশ্যে কাউকেই আর ধরা দেয়নি! সবার অলক্ষ্যে চুপিচুপি বেরিয়ে নাইট কলেজ করতো। এছাড়া ঘর থেকে আর বেরই হতোনা কোথাও! অথচ ওর মা-বাবার এতটুকু দুঃখ ছিলনা! তাদের দুইপুত্র আর কোলীই একমাত্র কন্যা! কত আদরের! মা-বাবার চোখেরমণি! তাদের ইচ্ছে ছিল, কোলীকে লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলবে! এম.বি.বি.এস ডাক্তার বানাবে! জনতার সেবা করবে! ওর সেবা-শুশ্রূষায় আর সুচিকিৎসায় সুস্থ্য-সবল হয়ে উঠবে লাখো লাখো মানুষ। আত্মগর্বে মা-বাবার বুকভরে উঠবে! সার্থক হবে কোলীর জনম। এও কি কম সৌভাগ্যের কথা! অথচ একদিন তাদের আঙ্গিনাতেও যে সানাই বেজে উঠবে, বরযাত্রী আসবে, তা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি কেউ! যেন শাপে বর! কি আশ্চর্য্যজনকভাবেই ভাগ্যের চাকাটা ঘুরে গেল কাকোলীর ।

শহরের এক বিশাল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানীর মালিকানার একমাত্র উত্তরাধিকারী। অগাধ সম্পত্তির মালিক। পাত্রী কাজেকর্মে পারদর্শী কিংবা গুণবতী এবং সুদর্শণা না হলেও তাকে ধার্য করা হবে। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বাক্যে ও ব্যবহারে সংযম অতি আবশ্যক। পাত্রীপক্ষ নির্দ্বিধায় ওয়েল-কাম।

অপ্রত্যাশিত হঠাৎ কাগজের বিজ্ঞাপনটা দৃষ্টিগোচর হতেই সুযোগটা হাত ছাড়া করলেন না কোলীর বাবা। ভাবলেন, মেয়ে আমার সুখে থাকবে। রাজরানী হবে। আভিজাত্য এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের কূলবধূ হবে, আর কি চাই!

পাত্রের গুণ বিচার না করেই এককথায় কোলীর বিয়ে পাকা করে ফেললেন চৌধুরী মশাই! শুনে পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাই অবাক। -'এ আবার কেমন বিয়ে! পাত্র-পাত্রীর মুখ দর্শণ হলো না! একান্তে নিভৃতে দুজনে মুখোমুখি বসে আলাপচারিতা হলো না। পাত্র বোবা না কালা, না ল্যাংড়া, অন্ধও তো হতে পারে! না কি দ্বিতীয় পক্ষ!' হাজার প্রশ্নের ভীড় জমে ওঠে মানুষের মনে। নিশ্চয়ই পাত্রের কোনো গলদ আছে কোথাও!'

দেখা গেল অনুমান একেবারেই মিথ্যে নয়! চেহারায়, বেশভূষায় স্মার্টনেস ও ব্যক্তিত্বের ছাপ তো দূর, পাত্রের পুরুষত্বই নেই! বড়লোক বাপের একমাত্র কর্মবিমুখ হেবলাকান্ত পুত্র গোবরগণেশ। নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি ও ভালো-মন্দের বোধশক্তি এবং ব্যক্তিগত রুচীবোধ তো নেই-ই, হৃদয়কে আকৃষ্ট করার মতোও বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের কোনো বৈশিষ্ঠই পাত্রের নেই! এমন ভাবলেশহীন, আবেগ-অনুভূতিহীন নিস্তেজ প্রাণীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার চেয়ে আজীবন কুমারীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকাই ঢের ভালো। নাঃ, এ বিয়ে হতে পারেনা! ছাদনা তলায় কাকোলী যাবেনা! কিছুতেই না! হোক সে লগ্নভ্রষ্টা, অলক্ষী, কুলাঙ্গার! মা-বাবার মান হানী! কালো কুৎসিৎ বলে কি এতবড় ছলনা, অবিচার! গলায় দড়ি দিয়ে মরবে কাকোলী, তবু এমন নির্বোধ নিস্কর্মা অযোগ্য পাত্রের গলায় কখনোই সে মালা দেবে না!

শুনে হার্টএ্যাটাক হয় কাকোলীর বাবার। চেয়েছিলেন, কন্যার সুখ-সংসার। তার একমাত্র কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারলে মহাপ্রয়াণে শায়িত হলেও শান্তি! কিন্তু বিধিই বাম! কোলীর বিয়ে গেল চূলোয়! সানাই-এর পরিবর্তে চৌধুরী বাড়িতে বেজে উঠল অমঙ্গলের সংকেত। চৌধুরী মশাই-এর প্রাণহানীর আশঙ্কা। প্রায় ছয়মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বিপদমুক্ত হলেন ঠিকই কিন্তু বিছানায় শয্যাশায়ী পিতৃদেবের দূরাবস্থার অনুতাপে দগ্ধ হয়ে অবলীলায় হেবলাকান্ত পাত্র অমিতের সঙ্গেই বিবাহের সম্মতি দিতে হলো কাকোলীকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অমিতের, স্বামীত্বের আধিপত্যই শুধু নয়, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর হৃদয়পদ্মে জীবন দেবতার আসনে ওর এতটুকু ঠাঁই হলোনা! কোলী পারেনি অমিতকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে! স্বামীর স্বীকৃতি দিতে! অথচ কি ধূমধাম করে, একেবারে রাজকীয়ভাবে শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হয়ে ছিল! নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, শহরের এম.পি, আইনজীবি, ম্যাডিক্যাল ডাক্তার, বিভিন্ন ধনী ব্যবসায়ী এবং গণ্যমান্য আরো অনেকে।

কথায় বলে,-'অন্ধের কিই বা দিন, কিই বা রাত! অনুভব্যে রাত-দিন দুই-ই সমান!'
ঠিক তাই! প্রাণহীন, অচল সংসার কোলীর। কি না নেই, অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য্য সবই পরিপূর্ণ! অথচ রূপ নেই! রঙ নেই! রস নেই! ভালোবাসা নেই! আকর্ষণ নেই! নেই জীবনে চাওয়া-পাওয়ার কোনো স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্খা! একরাশ অভিমান আর মনোবেদনা নিয়ে সুকোমল যৌবনের একান্ত কামনা-বাসনা ও ভালোবাসার ইচ্ছা, আবেগ-অনুভূতিগুলির গলা টিপে রুটিনমাফিক কেটে যাচ্ছিল, কাকোলীর নিরস নিস্প্রেম নিরানন্দের একঘেঁয়ে জীবন! অথচ ওর আগমনেই অব্যক্ত আনন্দে কি নিদারুণ এক অন্তর্নিহীত তাৎপর্য্যের সৃষ্টি করেছিল, যা ভাষায় বয়ান করার মতো ক্ষমতা অমিতের তখন ছিলনা! আর ছিলনা বলেই ওর বিবাহিতা স্ত্রীর একান্ত কামনা-বাসনাগুলি অনাদরে অবহেলায় এতিমের মতো গুমড়ে গুমড়ে নীরব অশ্রুপাতে মাথাকূটে যখন কেঁদে মরছিল, তখন মুহূর্ত্যের জন্য ওর হৃদয়কে স্পর্শ করেনি! কাঁপায় নি! এমনকী কখনো ওর ভাবান্তরই হয়নি যে, জগতে স্বামী-স্ত্রীর

নিবিড়মত সম্পর্ক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং দু'টি মানব-মানবীর জীবনের মূল রহস্যই বা কি! কিন্তু মানুষ পরিবর্তনশীল। সময়ের বিবর্তনে পৃথিবীর রূপ, রঙ যেমন বদলে যায়, ঠিক তেমনিই সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে ঋতুর মতো বদলে যায় মানুষ। মানুষের জীবন। নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা। এটাই স্বাভাবিক।

তার ঠিক বছর পাঁচেক পর, একদিন হঠাৎ কোলীর পতীদেব অমিতের অভাবনীয় বিবর্তন রূপের দর্শণে শুধু বিস্মিতই নয়, অভিভূতের মতো কল্পনায় দেখতে থাকি, ওর অতীতের শিশুসুলভ আচরণের সেই দৃশ্যগুলি। যার ফোতুয়া আর পায়জামাই ছিল পরিধানের এক মাত্র বস্ত্র। না ছিল সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলার ঢং, না চলার ঢং! কারণে অকারণে দাঁত বার করে বোকার মতো হেঃ হেঃ করে হাসতো। তো তো স্বরে কথা বলতো, তোতলাতো! তারই পরনে জিন্সের প্যান্ট, ডিস্কো শার্ট! চোখে গোল্ডেন-ফ্রেমের রঙ্গিন সান্‌গ্লাস! পায়ে ফ্যাশেনাবল্ দামী লেদারের হাইহিল জুতো! মুখে জ্বলছে চুরুট! একগাল ধোঁয়া ছেড়ে প্রসন্ন মেজাজে গাড়ি থেকে নামল অমিত। ভি.আই.পির মতো বুকের ছাতি ফুলিয়ে খট্‌খট্ বুটের শব্দ করে এগিয়ে যেতে লাগল শ্বশুড়ালায়ের দিকে! ওর পিছে পিছে কোলী। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে বড় একটা লাল টিপ। গলায় হীরের নেক্‌লেস! পরনে ঢাকাই জামদানি শাড়ি! লজ্জায় রাঙা হয়ে আঁচলে মুখ ঢেকে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। সেটি ছিল বড়ই অবিশ্বাস্যকর একটি দৃশ্য! যা কখনো ভোলার নয়! চেনাই যাচ্ছিল না অমিতকে! মনে মনে হিংসেও হাচ্ছিল বড্ড! ঐ তো রূপের ছিরি কোলীর! মন মাণিক হতেই ওর কণ্ঠে মণিহার! এতখানি পরিবর্তন! সম্ভব হলো কেমন করে! অমিতের উজ্জ্বল সুশ্রী সুঠাম গৌরবর্ণের মুখাকৃতিতে পৌরুষের আবির্ভাবে আভিজাত্যের গাঢ় ছাপটা শুধু লক্ষণীয়ই নয়, প্রশংসনীয়ও ছিল বটে! চোখে তাক লেগে গিয়েছিল। যা প্রতিটি মানুষকেই অত্যন্ত চমৎকৃত করেছিল।

লোকে বলে,-'জগতে নারীই হলো সৃষ্টির প্রধান উৎস! একজন মমতাময়ী নারীর আবেগ মিশ্রিত কোমল স্পর্শ শুধু মধুময়ই নয়, মিরাকলও বটে! যার সুশীতল ছায়াতলেই একজন বিবাহিত পুরুষ মানুষের সুখ আর মনের শান্তি সর্বদা বিরাজ করে! যা জবরদস্তী কখনো হাসিল করা যায়না। যদি না দু'টি আত্মার মধুর মিলনে জন্ম নেয় স্বচ্ছ এবং সুকোমল ভালোবাসা।'

অনেকের ধারণা, কোনো ডাক্তার, কবীরাজ বা ওঝাবৈদ্য নয়, স্ত্রীর মধুর সান্নিধ্যেই বদলে গিয়েছিল, কোলীর হেবলাকান্ত নির্বোধ স্বামী অমিত। ভরের সংসারে অসম্ভবের যে কিছুই নেই, তা-ই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করে নিবিড়তম আনন্দে আত্মগর্বে গৌরবান্বিত হয়ে মন -প্রাণ এবং হৃদয় নিংড়ানো সমস্ত ভালোবাসা কখন যে উজার করে ঢেলে দিয়েছিল, কোলী টেরই পায়নি! খুশীর প্লাবনেই মুছে গেল মনের পূঞ্জীভূত সমস্ত গ্লানি, মান-অভিমান। ঝড়ে গেল অবসাদ! মনে মনে ভাবল, অপ্রত্যাশিত হঠাৎ পতিব্রতা, পবিত্রতা ও কোমলতায় ওর এই আকুলতাকে উপেক্ষা করে এতো মায়া-মমতা-ভালোবাসার তীব্র অনুভূতিগুলি কোথায় যে ও' লুকিয়ে রেখেছিল, ভাবতেই স্পর্শকাতর কাকোলী শ্বাশত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতো! আবেগ ও অজানা আকর্ষণের মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে অচীরেই নিজেকে সঁপে দেয়, অমিতের হৃদয় মন মাতাল করা ভালোবাসার অতল গহ্বরে! আর সেই ভালোবাসার প্রগাঢ় আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় জীবনে চাওয়া-পাওয়ার অনন্ত সাগরে। যেদিন ও' খুঁজে পেয়েছিল, নারীর অস্তিত্ব! আপন সত্ত্বা! বৈবাহিক জীবনের সার্থকতা, পরিপূর্ণতা। স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা। এই তো ওর জীবনে পরম পাওয়া! কত সুখ, কত আনন্দ! ধন্য হয়ে গিয়েছিল কাকোলীর জীবন! যা কখনও কল্পনা করেনি! যেদিন মন-প্রাণ ও শরীরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে প্রথম অনুভব করেছিল, অমিতই ওর জীবনের সুখ-আনন্দ-ভালোবাসা সব! কিন্তু ভাগ্যের লিখন খন্ডাবে কে!

সবুজ মনের দ্বীপ্তি জাগিয়ে স্রোতস্বিনি নদীর মতো খুশীর পাল তুলে পূর্ণদ্যেমে একই ধারায় বয়ে যাচ্ছিল, কাকোলীর জীবন নদীর খেয়া। উন্মুক্ত অন্তর মেলে একান্তে নিঃভৃতে দুজনে বসে থাকতো, অতন্দ্র মায়াবী রাতের মোহময় ভালোলাগা আর ভালোবাসার উপত্যকায়! শেষ হয়েও হতো না শেষ, হৃদয়পটে জমে থাকা অসংখ্য না বলা কথা। এমনিই করেই বেমালুম পোহায়ে যেতো, কত অগণিত বিনিদ্র রজনী! অথচ স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিল কোনদিন, জীবনে নতুন দিগন্তের উদ্ভাসিত আলো রামধনুর মতো হৃদয়াকাশে দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যাবে!

সেদিন যথারীতিই প্যান্ট-শার্ট পড়ে অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল অমিত। কিন্তু কখন যে বেরিয়ে পড়েছিল, কোলী খেয়ালই করেনি! খুব ব্যস্ত ছিল তখন! আসছে সপ্তাহে ওর ছোট ভাই নিখিলের বিয়ে। মা বলেছে, -'জামাইকে সঙ্গে নিয়ে একসপ্তাহ আগেই চলে আসতে! গোছ-গাছ প্রায় শেষ। রাতটুকু পোহালেই কাল সকালের ট্রেনেই ওরা রওনা হয়ে যাবে।'

আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎ পিছন ফিরতেই দ্যাখে, চোরের মতো চুপিচুপি নৈঃশব্দে দ্রুত ঘুরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো অমিত। ঢুকেই সহাস্যে বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় প্রসারিত করে অপ্রস্তুত কোলীকে ওর উষ্ণ আলিঙ্গনে সজোরে বেঁধে নিলো। ফিস্‌ফিস্ শব্দে বলল,-'আজ রাতে আর ফিরবো না গো!'

বলেই কোলীর কপালে গালে চুম্বনে চুম্বনে ওকে একেবারে নাজেরহাল করে তুললো। হঠাৎ বিনা নোটিশে অমিতের এহেন বিরূপ আচরণে মুহূর্ত্যের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল কোলী! ভ্রু যুগল কুঁচকিয়ে চাপা আর্তকণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠল,-'এই ছাড়ো, ছাড়ো বলছি! করছটা কি তুমি! জানালা খোলা দেখছ না! আজ হঠাৎ হ'ল কি তোমার! ভীমরতি ধরল না কি! তুমি না অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিলে! ফিরে এলে যে!' বলে বিস্মিত নয়নে একপলক চেয়ে অমিতের আলিঙ্গন থেকে এক ঝটকায় ছিটকে বেরিয়ে
আসে!
চটে গেলে ভারি সুন্দর দেখায় কোলীকে! চোখের মণিদু'টি ওর মৎচক্ষুর মতো ফুলে ওঠে। দৃষ্টি ভ্রষ্টের মতো দেখায়। হাসি চেপে রাখা যায়না। তখন পুরোনো অভ্যাসগুলিও অমিতের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হঠাৎ কাকোলীকে কাঁপিয়ে দিয়ে অট্টহাস্যে হেসে ওঠে। ঠোঁটদুটো চিবিয়ে বলল, -'ওঃ মাই গড্! ঠাট্টাও বোঝনা!'

মুখে বুলি ফোটার পর ইদানিং কথায় কথায় হাসি-মজাক করাও খুউব বেড়ে গিয়েছিল অমিতের। কিন্তু বাঙালি রমনীর মন, সর্বদা কু-ই গায়! ক্ষণিকের বিভ্রান্তিতে অসন্তুষ্ট হলেও অমিত বেরিয়ে যাবার পর থেকেই অজানা আশঙ্খায় বুকটা ওর বারবার কেঁপে উঠছিল। আজ কেন এমন হ'ল! আগে তো কোনদিন ঘটেনি! প্রার্থণা করে, 'হে ভগবান, ওকে রক্ষা করো। ও' যেন যথাসময়েই সশরীরে ফিরে আসে বাড়িতে।'
অথচ তখনও কি ভাবতে পেরেছিল, অমিতের ঐ ঠাট্টা-রসিকতাটুকু সত্যিই জীবনে বিপদ ডেকে আনবে! সেদিনই ওদের শেষ দেখা!
কেটে গেল দু'রাত-দু'দিন। অমিত বেপাত্তা, নিখোঁজ। জলজ্যান্ত একটা মানুষ রাতারাতি উধাও হয়ে গেল কোথায়! চিন্তায় অস্থির সবাই! পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায় কোলী! মুখে ভাষা নেই! চোখে ঘুম নেই! নাওয়া-খাওয়া নেই! মনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। চোখে বিভীষিকা। এমনিতেই পুতুলের মতো

ছোট্ট মুখ। শুকিয়ে চোখমুখ একেবারে গর্তে ঢুকে গিয়েছে ওর। তাকানোই যাচ্ছিল না ওর মুখের দিকে!
কোলীকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করলেন ওর শ্বাশুড়ি রমলা দেবী। একগাল পান চিবোতে চিবোতে বললেন, -'চিন্তা করো না বৌমা, পোলারে তো আমি জানি! শ্বশুড়বাড়িই গ্যাছে গিয়া! শ্যালকের বিয়া না, হ্যাড় তড় সয় নাই! দ্যাখবা, আইয়া পড়ব ক্ষণ!'
কিন্তু কোথায় অমিত! বড় ভাইকে একা রিক্সা থেকে নামতে দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল কোলীর! এ কি! অমিত আসেনি তো! কোথায় ও! তবে কি সত্যিই কোলীর কপাল পুড়লো না কি!
হ্যাঁ, কপালই পুড়েছে কোলীর! ওর প্রাণেশ্বর প্রিয়তম স্বামী অমিতের মৃত্যু সংবাদই বয়ে নিয়ে এসেছে ওর বড়ভাই অমলেশ। ওকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে দ্রুত ছুটে আসতে দেখেই চিৎকার করে ওঠে কোলী,-'এ আমার কি সর্বণাশ হলো রে দাদা! আমি কেন যেতে দিলাম ওকে! ওযে ফিরে এসেছিল দাদা, একটুও বুঝতে পারিনি! আমি কেন বুঝতে পারলাম না দাদা!'

দুইহাতে বুক চাপড়িয়ে বিলাপ করে মরা কাঁন্না কেঁদে ওঠে কাকোলী। কিন্তু এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটল কিভাবে, তা কেউই জানেনা। পোষ্ঠ-মডেমের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, চলন্ত গাড়ির ধাক্কায় অমিতের মৃত্যু ঘটেছে! ছিটকে পড়েছিল পার্শ্বস্থ গভীর জঙ্গলে! কোলীদের বাড়ি থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে! দিনের বেলাতেই নজরে পড়েনি কারো। কিন্তু মৃতদেহের একটা উগ্র গন্ধ্য ছড়িয়ে পড়তেই চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারাই একটি ব্রিফ্‌কেস্ সমতে উদ্ধার করে অমিতের মৃতদেহ। থেতলে গিয়েছিল ওর মুখ। রক্ত জমাট বেঁধে বীভৎস দেখাচ্ছিল। সনাক্ত করবার উপায়ই ছিলনা! ব্রিফ্‌কেসটা হাতিয়ে খুঁজে পায় কোলীর ভাইয়ের বিয়ের কার্ড। সেই কার্ডের ছাপা অক্ষরে লেখা ঠিকানা ধরেই স্থানীয় পুলিশ গিয়ে হাজির হয় কোলীদের বাড়িতে।

একেই বলে নিয়তির নির্মম পরিহাস। রাজমূকুট পড়ে রাজসিংহাসনে বসে থাকলেও অকাল বৈধব্যের দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এসেও হৃদয়ের শূন্যতায় কাকোলীর আজও নীরব নীরবিচ্ছিন্ন একাকী নির্জন সন্ধ্যায় বুকটা ওর খাঁ খাঁ করে ওঠে! মন কাঁদে। প্রাণ কাঁদে। প্রিয়তম স্বামী অমিতকে চিরতরে হারানোর শোকে-দুঃখে বেদনায় নৈঃশব্দে গুমড়ে গুমড়ে কেঁদে মরে ওর ভালোবাসা। কেঁদে মরে ওর হিয়া। কখনো বা গভীর নিশুতি রাতের একান্তে নিঃভৃতে।

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com

লেখিকার পুরানো লেখা ও গান শুনতে এখানে টোকা মারুন